গুরুবন্দনা

গুরু

প্রব্রাজিকা সদ্ভাবপ্রাণা

সনাতন সত্যের সার্থক প্রতিভূ
করুণার দিব্য প্রস্রবণ;
জগতের কল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ
মহাযতি পতিতপাবন।
ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ সেই মহামন
জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত মানবজীবন;
সকলের সমব্যথী একান্ত আপন
নিঃস্বার্থ মমতায় পুণ্য প্রাণমন।
অজ্ঞানের তমসায় নিত্য নিরঞ্জন
সাধনার হোমানলে প্রদীপ্ত জীবন;
পার্থিব সংসারে অমূল্য রতন
অণুক্ষণ সর্বজীবে কৃপা বিতরণ।
শত শত জনমের পারের কাণ্ডারি
মর্ত্যলোকে অমৃত-নির্ঝর;
চিরন্তন আশ্বাস দুর্লভ জীবনে
অহেতুক দয়ার আকর।

শ্রীগুরুর প্রতি

সুমঙ্গল চট্টোপাধ্যায়

প্রেমসুধা দিলে তুমি ওগো প্রেমময়
ভরে দিলে অমৃতে তাপিত হৃদয়।
অভাজনে ঠাঁই দিলে চরণে তোমার
কৃপা করে হরিলে গো মনের আঁধার
ভরালে আলোক-দানে ওগো দয়াময়।
দূর করো মোহপাশ, হে চিরশরণ
ভক্তিপুষ্পে তোমা করিব বরণ।
তাই যেন দিবানিশি তব গুণগান
বলি যেন তব কথা সারা দিনমান
নয়নের মণি হয়ে থেকো কৃপাময়।

আলোকেরও আলোক, হৃদ্‌মাঝারে জ্বলো

ভগীরথ ঘোষ

গৌরহরি বৈরাগী মন ধূসর মাটির ধূলিতে
আমি, কী হেরিলাম দুনয়নে বাক্ সরে না বলিতে...
মেঘের বুকে বাদল জমে, তড়িৎ-নাচানাচি
আকাশ বাতাস কাদাজলে কতই গুরুর ঘাঁটি
আঁধারমাঝে ধ্রুবতারা। দিশেহারা পথিক নাবিক।
তখন, দেখায় যেন পথ ইশারায়
বুকের মধ্যে পথ খুলে দেয়
তুফান তোলে দিলদরিয়ায়
সব ঘুচিয়ে—বাঁচি।
বৃষ্টিপতন ছন্দচেতন গহিন গহন নদী পথ ও বন
তাই, এক গুরু নয় জীবন-মরণ—
নদের নিমাই প্রেমের গুরু গদাই হল কল্পতরু
ভজ রে মন গুরুহরি বাইরে-ঘরে পাই অগণন
চলতে ফিরতে ঘুরতে শুতে গুরুই আমার নায়ের মাঝি
হাল ধরে নে পৌঁছে দাও হে—চরণ ধরে পড়ে আছি...
পথ ধরলেই কি আর চলে?
গুপ্ত গুরু সুপ্ত গুরু, গুরু আছে ধারে কাছে—
দূরেও আছে। জাগাও তারে—গুরু-তাপে।
লক্ষ কোটি আলোকবর্ষ পারে যেসব নিভছে তারা
আমার শিরে ঝরছে জানি তাদেরও যে আলোকধারা।
অন্ধকারের উৎস থেকে আলোয় নিয়ে চলো—
তুমি থাকো নয়নতারায়, হৃদ্‌মাঝারে জ্বলো।
গুরু আমার বহুরূপী, পাত্র যেমন—দেন যে ধরা।
'ধরা' মানেও বসুন্ধরা—ছাড়িয়ে গিয়েও ছড়িয়ে গিয়েও
কেন্দ্রে ফেরা।
জীবনপথে প্রদীপ হাতে—নবীন প্রাতে ধূসর রাতে
'আলোকেরও আলোক' তিনি।
তিনিই আমার গুরু।